গীত প্রবাহ

শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গীত প্রবাহ

শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
শ্রী অশোক প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পীর জলীল
লক্ষ্ণৌ।

মূল্য — দুই টাকা

মুদ্রাকর
গোস্বামী প্রিণ্টর্স,
মোতিনগর,
লখনউ।

উৎসর্গ
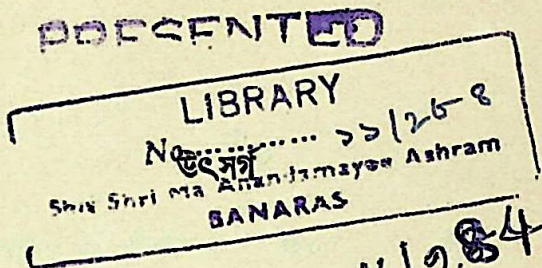
পরম পূজনীয় গুরুদেব

বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর,

নিত্য স্মরণে

তুমি দিয়েছ মোরে ভক্তি
তব গানে নব শক্তি
তুমি অন্তর মম পূত করেছ
তব সুমঙ্গল টানে

গুণহীন সেবক

অরুণ

লখনউ

মাঘী পূর্ণিমা ১৩৭৮

ইং ৩০-১-৭২

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৪	১৯০৯	১৯০১
১৩	১২	দিবারাতি	দিবারাত
১৫	৯	অণু	অন্ধ
১৫	১৫	নিশীথ	নিশীথে
১৭	৯	ইন্ধনে	ইন্ধন
১৮	৬	কাঁদিয়া	কাঁপিয়া
১৮	১৩	শুণ্য	শূন্য
১৮	১৩	জীবনে	জীবন
২৪	৭	আড়ালে	আড়াল
২৭	৭	চলিবে	চলিব
২৭	১০	দীন	দীর্ণ
৪৩	৯	আসিও	আনিও
৪৪	৯	মিলিব	মিশিব
১৩	১১	হেরিয়া	হেরি
৪৭	১২	কোনে	কোণে
৫২	১	আমার	আবার
৫৩	৫	নীরবের	নীরদের
৫৪	১০	বাড়ালে	বাড়ালো।

লেখকের বিনীত নিবেদন

বাল্যকালে খেলাধূলায় ভুলিয়া থাকিতাম। আমার জ্যাঠা-মহাশয়, স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়, আমাকে আদর করিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে শিক্ষার জন্য পৌঁছাইয়া দেন (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে)।

সেখানে আমি অনেক গান ও গল্প শুনিতাম। গুরুদেবের মুখে ঈশ্বরের গান শুনিতে খুবই ভাল লাগিত। ঘটনাক্রমে পুজনীয় গুরুদেব আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র আশীর্ব্বাদ দেন।

শান্তি নিকেতন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্রমে বিশ্ব বিদ্যালয়ের লেখা পড়া সাঙ্গ হইলে পর (১৯১৭), আমার জীবনের সম্পদ 'মদীয় শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' শীর্ষক একটি সামান্য প্রবন্ধ, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৭ সন, তারিখে প্রকাশিত হয়। গুরুদেব তাহা পড়িয়া খুসী হন ও আমাকে বাঙলা লেখার চর্চ্চা রাখিতে বলেন।

তাঁহার কথা মত, মাসিক পত্রে কত কি লিখিতাম। ক্রমশঃ জানিলাম, আমার মাতৃকুল বৈষ্ণব ও পিতৃকুল শাক্ত ছিলেন। তখন আমি অধীর হই। কিন্তু আমার দুই কূলের মর্য্যাদা রাখিয়া যাহা শিবতম রসধারা, নিজগুণে আমার মত নগন্য জীবনে প্রবাহিত হইল। যাহা শিবসঙ্কল্প তাহাই জীবনে পূর্ণ হয় (যজুর্বেদ, ৩৪/১-৬) বেদজননী গায়ত্রী অকৃতি সন্তানকেও নিজ মুঠায় লন (সামবেদীয়

সন্ধ্যা বন্দনার শেষ অর্ঘ)। তাঁহারই কৃপায়, কত মন্ত্র ও ঋষি, কত ছন্দ ও দেবতা দেশ বিদেশের সাধু মহাত্মার জীবনবেদ আশ্রয় করিয়া উদ্ভাসিত হইলেন, নিজ মহিমায়। ছোট মুখে এর বেশী বলা যায় না। তবু কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি।

ইহা সত্ত্বেও ঈশ্বরের গান লিখিবার সাহস পাইতাম না। তবু যেন অন্তরে তাহাই আসিতে লাগিল। নিজ মনে ক্ষ্যাপার মত গাহিয়া তাহা নিঃশেষ করিতাম। সংরক্ষণ করিয়া সঞ্চয় ভাব জাগে নাই। কতক হারালাম। কত ঝরিয়া গেল।

এক্ষণে জীবনের শেষ প্রান্তে, স্নেহের অশোক ভাই প্রকাশক রূপে সেগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যে কয়টা লেখা জুটিল তাহাই ঈশ্বর চরণে "গীত প্রবাহ" নাম দিয়া প্রকাশনের আকিঞ্চন লইয়া আমার অন্তরকে স্পর্শ করিলেন।

যদি দয়াল প্রভুর ভাল লাগে তাহাই হউক। আমার আর বলিবার কিছু নাই।

শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

Pir Jalil, Lucknow

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৭৮ সন

ইং ৩০ – ১ – '৭২।

সূচীপত্র

তোমায় আমি পাব না'ক, মিছে খোঁজা অকারণ
তবু জীবন ভরে, সকল ত্যজি করব তব আরাধন।

ভবের খেলা খেলতে মোর, কেটে যাবে সকল দিন
তবু তোমায় আমি রাখব টেনে আমার পানে প্রতিদিন

যখন সারাদিনের ক্লান্তি মোরে
নিবিড় করে ফেলবে ঘিরে
যেন তোমার কোলটি মনে রেখে
বিছায়ে লই শয়ন।

এ জীবন যদি বিফলে যায়, পাইনে যদি দেখা
তবু তোমারি নাম স্মৃতির পরে থাকে যেন লেখা

যখন সকল কথা যাবে থেমে
কণ্ঠস্বর যাবে নেমে
যেন পরাণে মোর পাতা থাকে
তোমারি আসন॥

(২)

ধরব কা'রে বিশ্ব ঘরে, কেউ যে আমার আপন নয়
আজকে যা'কে আপন ভাবি, কালকে সে যে সরে যায়

জীবনের প্রভাত হতে, প্রেম মুকুল ফুটল পথে
গন্ধে তারি ভা'বনু বুঝি, জগত আমার আপন হয়
এই অন্ধ মোহে, প্রলয় জাগে, জান্‌ত কেবা হায়

যাদের বুকে রইনু ভবে, একে একে যায় যে সবে
সবার প্রাণের বহ্নিগুলি, আমার প্রাণে জ্বলে যায়
কাঙাল হরি সাথী বিনা, সব যে আমার ভেসে যায়

সবাই বলে "জগৎ মরু, স্বর্গে আছে কল্পতরু
বাঞ্ছা সকল পূর্ণ করে, হৃদয় ভরে দেয়"
ওগো হরি, চরণ ধরি, নে যাও মোরে সেথায় ॥
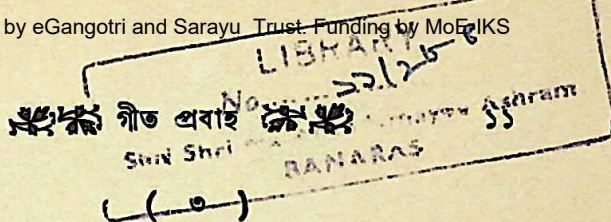
দূরে সরে গেলে আর ফিরে আসে না

কাছে এলে দূরে যেতে, মন চাহে না

মিলনের শুভ আশ

ফিরে মোর চারিপাশ

আশার সঙ্গীতে মোর, মন আর ভোলে না।

ডেকে লও, ডেকে লও, যেথা তুমি রয়েছ

আমার করুণ সুর যদি তুমি শুনেছ

আমার মিনতি

আমার ভকতি

আমার শকতি

ভুলে থেকোনা ॥

(৪)

আমি যে তোমারে চাই, সে কথা কেন বোঝ না

তোমারে যে পেলে আমি, আর কিছু যাচিনা।

আমি যত মরি ঘুরে

তুমি তত যাও দূরে

আমি থাকি তব আশে, তুমি ধরা দাও না।

আমি চাই নিরজনে

থাকতে একটু তোমা সনে

তুমি আস সবার পিছে, দরশন পাই না।

আজকে প্রভু একটিবার

দেখা দিতে হবে এবার

ফুরাইয়া যাবে মোর, সকল যাতনা॥
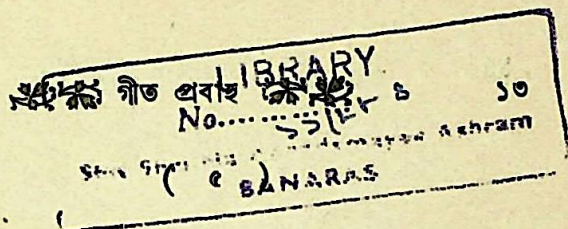
হৃদয় মেলি, নিখিলে আমি, কাহারে সদা চাহি গো,
এ ধরা মাঝে, ফুল্ল সাজে, আসিবে বল কে আর গো ?

কত না আবেগে ফুটেছে পুষ্প
ঝরেছে তবুও, হয়েছে শুষ্ক
পল্লব প্রাণ, হয়েছে ম্লান
আপন দুঃখ সহি গো।

মানব জীবনে কত না পিপাসা
তৃষিত করেছে, মেটেনি আশা
ভুলেছে মন, বলেছে তখন
"নাহি কিছু নাহি গো"।

এ সব হেরিয়া তবু মোর প্রাণ
শোনে দিবারাতি কা'র আহ্বান
কোথা গেল তার জ্ঞান - অভিমান
কার প্রেমে অবগাহি গো।

(৬)

ও মন, তোর সকল ব্যথা যাবেই যাবে
প্রচুর আশায়, বুক বেঁধে রাখ্ মিলন আবার হবে

ঝড়ের তুফান, সবার ঘরেই নিত্য কত আসে
কতক জাগায় নূতন স্মৃতি, কতক আবার নাশে
শেষে আবার উজ্জল আকাশ
তেমনি বিমল বহে বাতাস
সবার প্রাণে প্রাণ মিশায়ে
তারা মিলন গাথা গাবে।

সেই নূতন প্রেমের নূতন দেশে হবে রে তোর দেখা
নাইক সেথায় কান্নাকাটি মলিনতার রেখা
চোখের জলের বাঁধন খুলি
আজকে যাকে বিদায় দিলি
চিরদিনের হাসি তাহার
অমর হয়ে রবে॥

(৭)

নাথ হে জীবন পথে আমি একা
কাঁদিনু সাধিনু কত, পাই নি দেখা।

পথের যাত্রীরা দিয়েছে সন্ধান
গেয়েছে তোমারি নাম, পেয়েছে আহ্বান
শুধু আমারে আশায় আশায়, এ কেমন তব রাখা ?

নব বসন্ত নূতন বিমলয়
এ সব মাঝে, তোমারি অপচয়
এ হিয়া পাত্র. শূন্য মাত্র, ও পদ কোকনদ হয়নি আঁকা।

অণু তিমিরে তারকা মাঝে
আপনা কিরণ, বিলানো সাজে
শুধু এ আঁখি আঁধার মাখি, নিরালা রাতি জাগিয়া একা।

এসেছে ঝঞ্ঝা, নেমেছে বারি
চরণে বেদনা, কেঁদেছি ফুকারি
চঞ্চলা চপলা সনে হেসেছ মোর পানে দাওনি দেখা।

গভীর নিশীথ প্রান্তর পারে
জীবন লেখা চাহি মুছিবারে
নবীন ভানু উঠিবার আগে ফুরালে ফুরাতে পারে এ কলঙ্ক রেখা ॥

(৮)

আকাশের গায়, উষার উদয়, আমারে ব্যাকুল করে
কে আর আসিবে, এ বিশ্ব মাঝারে, কাহার কিসের তরে ?

এসেছে আজি গো দিন,
ঝঙ্কৃত হবে সকল বেলা, তাহার উজলা বীন্।

এসোগো আলোক, নবীন জীবনে ভুলাও ভূলোক
আশার আননে, জগৎ কাননে, ঢালো গো নূতন শ্লোক।

আসিবে কি মোর ঘরে ?
ক্ষণ লাগি এস রবিকর, চুম্বন দাও আঁখি পর
সান্ত্বন বাস পরায়ে দাও, মম শীতল দেহ শিহরে।

ব্যর্থ হিয়ার গভীর কালিমা
মুছায়ে আনো গো রূপের সুষমা
এসোগো রশ্মি, আধার ভস্মি, প্রেম পুলকে রাখ ধরে।

চুকে যাক, সব বাধা বন্ধন
ভিতরে বাহিরে চির তরে॥

(৯)

কতবার তুমি ডাকিলে মোরে, এবার এ জীবনে
বহে গেল বেলা, মোর অবহেলা, বাজিল মোর মরমে।

কতবার তুমি জ্বালিলে ঘরে তব করুণার দীপ
আমি চক্ষু মুদিয়া অন্ধের মত, খুঁজিনু চতুর্দ্দিক
তুমি বারেক আসিয়া ধরিলে কর
মম লজ্জিত দেহ, মানিল না ভর
চিন্তিত মনে এলোনা স্বর তোমার আহ্বানে।

কতবার তুমি ছিন্ন করিলে, আমার সকল বন্ধন
ভাবিনু তখন আসিল লগন, তব আহুতির ইন্ধনে
অমনি ঘেরিল অন্ধকার
সংসার মেঘ আসিল আবার
বক্ষ বিদারিয়া বহিল ধার, প্রেম শিখা নির্ব্বাণে।

ক্লান্ত আমি শ্রান্ত হয়েছি, নিজের কর্ম্ম ভারে
ফিরিব এবার মাগিব শরণ, তব মন্দির দ্বারে
সব ভকতের, আসন নীচে
গর্ব্বিত মোরে রেখে গো পিছে
বেসেছিলে ভাল সবার মাঝে সে কথা রহে মনে॥

(১০)

আমার এ ব্যাকুল হিয়া, সহসা দোলায়ে নাথ
কেন জাগালে।
বারেক পরশ দিয়ে, আঁধারে লুকালে
কেন জাগালে।

নিখিল জলধি উঠিল গাহিয়া
সারাটি গগন মূরছে কাঁদিয়া
বেদনা ভারে, জগত পারে, মোরে কত ঘুরালে
কেন জাগালে।

নীরব উপবন, নীথর কুঠীর জন
নিরাশা তিমির মাঝে, কাঁদিয়া ফিরিছে মন।

চঞ্চল নিক্কনে হৃদয় ছুটিয়া
তৃষিত ধূলি পরে পড়িছে লুটিয়া
শুণ্য এ জীবনে, কোথা সে শ্রীচরণ
পাইব বল কত কালে
কেন জাগালে॥

(১১)

যে ফুল ফুটল আমার দ্বারে
গন্ধ দিয়ে আপন হাতে, রাখলে বেড়ি তারে।

বিকচ ফুলের নবীন শোভা
হল আমার নয়ন লোভা
তারি মাঝে তোমার স্নেহ, উঠল ভারে ভারে।

নন্দনের কান্তি তাহার মঞ্জুল সুবাস
আতুর প্রাণে আকুল করে দেয় না অবকাশ

ফুটতে চাহি, ফুটব কবে
ব্যর্থ এ দিন সফল হবে ?
কবে তুমি করবে গ্রহণ, আপন অধিকারে॥

(১২)

তুমি এস, তুমি এস তুমি এস দীন ভবনে
মম আঁখি আজ সার্থক হোক
চাহি তব পানে।

আজি নীরব মোর বীণা
ভকতি তান লীনা
পাইলে তব পুণ্য পরশ
হরষিবে নব গুঞ্জনে।

তুমি দিয়েছো মোরে ভক্তি
তব গানে নব শক্তি
অন্তর মম পূত করেছ
তব সুমঙ্গল টানে।

মোর যাহা কিছু সব আছে
তুমি লহ দেব তব কাজে
আমি মিশে যাই তোমা মাঝে
তুমি থাকো মম প্রাণে।

(১৩)
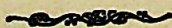
কি দিয়ে তুষিব তোমায়, কি আছে আমার ঘরে
কোথা যে বিছাব আসন, কৃপা করে বল মোরে।

কোথা পাব ফুল ফল
সুধাবারি সুবিমল
বলিব কি কথা আমি
বলিতে যে আঁখি ঝরে।

জানিনা কি উপহার
খুঁজিলে মিলিবে আর,
স্নেহ ভক্তি প্রফুল্লতা
আসে তুমি এলে পরে।

যা আছে তোমার আছে
ক্ষমা চাহি তব কাছে
ধন্য তুমি হে অতিথি
তব রীতি মন হরে॥

(১৪)

নিরমল ভকতি কোথায় পাব
উঠিছে হিয়ার মাঝে কাতর রব।

ক্ষণেক দাঁড়ায়ে সে রবে
আবার আসিবে কে জানে কবে
আমার মন কথা, আমার হৃদয় ব্যথা
কেমনে কব।

হৃদয়ের কাঁটা গুলি
কেমনে উঠায়ে ফেলি
সে চরণে যদি ফোটে
কেমনে সব।

এসেছে যবে যাইব ছুটি
ধুলার পরে পড়িব লুটি
কব না কিছু, জানাব না
শুধু চরণে চাব।

(১৫)

যতই আঘাত কর আমায়
যতই আঘাত করো
সকল দুখের মাঝে আমি
নই তো আর কারো।

যতই কেন পরাও আমায়
অপমানের মালা
তোমারই নাম শুনতে পাবে
খুলব হৃদয় ডালা
আমার খুলব হৃদয় ডালা।

যতই আমার পরাণ মাঝে
হান কঠিন বাজ
মৃত্যু আমায় করবে অমর
দিবে নূতন সাজ
আবার আস্‌ব তোমার কাছে।

যতই কাঁদাও, যতই না দাও
তোমার আশীর্ব্বাদ
ওই চরণ দুটি রইব ধরে
মানব নাক' বাধ
(আমি) মানব নাক' বাধ।

(১৬)

আমারে কানে কানে বল কে তুমি আমার ?
আসিছ সদাই কাছে, পাই না দেখা আর।

আঁখিতে যায় না দেখা
মরমে আছে লেখা
তোমার ঐ পদরেখা, কত শতবার।

চুপে চুপে আপনি আস
আড়ালে এত ভালবাস
হৃদয় জুড়ে সদাই হাস, বন্ধ করি দ্বার।

আমিও যাব ছুটে
চরণ কাছে পড়ব লুটে
হলেমই বা পরের মতন নাই বা দিলে অধিকার।

(১৭)

বন্ধু একি সুর দিয়ে, তুললে প্রাণে তান
আমি অবাক হয়ে রহি, এ যে জীবন ভরা টান

কত নিবিড় তিমির রাতে
এলে তুমি প্রদীপ হাতে
কত প্রেম ও পুণ্যে পাগল হয়ে
আমায় দিলে গান।

কত জনের মিলন আশায় গেলাম কত দূর
তারি মাঝে পেলাম সাড়া তোমার সুমধুর।

সংসারের দোলা থেকে
কুড়িয়ে নিলে আপন বুকে
চিরদিনের করলে সাথী
আমি চাইনি এত মান॥

(১৮)

পড়ে আছি একা আমি জীবন বেলা যায়
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, পথের পানে চায়।

বহু যুগের তন্দ্রাধারা, জড়িয়ে আছে বাঁধন হারা
আমি দেখতে নারি ডাকছে কারা হৃদ গগনে গায়।

কোন্ স্বপনের সুরটি এসে, লাগবে বুকে রাতের শেষে
জাগব আমি, জাগবে ধরা, মোহন সুষমায়।

সে দিনের সে প্রভাত আলো, ঘুচিয়ে দেবে মনের কালো
জানব আমার আমি গেল, বিশ্ব প্রেমের দরিয়ায়॥

(১৯)

বর্ষার আরম্ভে

এসো বর্ষার নব বরিষণ
উড়ায়ে চলো বিজয় নিশান।

ঘর পানে মোর নাহিক টান
বিশ্বে করিব আপনারে দান
ঝরিব বিশ্বে, মাতাব বিশ্বে,
বিশ্ব সাথে রাখিব মন
আজ চলিবে মেঘের সন।

আমি বাঁধিব না গৃহ কন্থা
আজি লইব মেঘের পন্থা
রাখিব না মোর দীন পরাণে
গৃহীর আবরণ
করি অরূপ বেশ ধারণ।

আমি নামাব আপন শির
দরিদ্র কুটীর তীর
বুকের পরশে ধরিত্রীর
করিব দুঃখ বিমোচন
সেই হবে মোর সাধন।

যেথা বিরহী কাতর নয়ন
প্রেম অম্বু করেনি গোপন
সেথা নীরবে নামাব সংবৃত মন
প্রেমের স্বপন জাগাবে যবে,
বাদল বরিষণ ॥

(২০)

বর্ষার শেষে

হে সুন্দরী ঃ কেনআজি ঝরে তোর অনুরাগ বারি
সীমাহীন, অন্তহীন দিনরাত ধরি ।

ধরার ইচ্ছায় তোর, বহিবে কি আঁখি লোর
মরিবি কি তিল তিল করি ?

বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান, তোর অশ্রু দেয় প্রাণ
নদ নদী অনুপ আবরি ।

আজি অনুগত জন গৃহ হারা সক্রন্দন
রয়েছে তাহারা তোর দয়ার ভিখারী ।

ফিরে আয়, ফিরে আয় বৎসরের অন্তরায়
কৃষাণ নাচিবে পুনঃ উল্লাসে তোরে হেরি ।

বিরহের আঁখি নীরে বর্ণ দিবি বনানীরে
জগৎ জীবন পাবে, তোর দান বুকে ধরি

(২১)

প্রকৃতির সাথে

চল, চল, চল রাতি ভোর হল
দেবতা পূজায় দেরী নাহি সয়
প্রকৃতি জননী, মাতিয়া আপনি
সাজায়ে অবনী, জেগে বসে রয়।

চল, চল তুমি সবাকার আগে
তোমারেই আজ গাহিতে হইবে
মধুময় সেই দেবতার গান
ঘুচাবে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়।

যে গানে ভুলিবে অনন্তের কথা
জগৎ শুনিবে আশার বারতা
ফুটিবে কমল, লুটিবে সবল
অমৃত ধারার হবে না ক্ষয়।

যে গানে পুলকে বিবশ হইবে
উত্তমের কাজ মাগিয়া লইবে
আনন্দের স্রোত ভাসিয়া যাইবে
অভয়া মায়ের হবে যে জয়॥

(২২)

শিব সুন্দর মনীষ ঈশ্বর, মহাদেব দাঁড়ায়ে।
নীলকণ্ঠ তাঁর অনন্তে ছড়ায়ে।

জটাজুট ভালে জাগে সে আঁখি
মুগ্ধ মনোহর মধুরতা মাখি
তাঁর মৃদঙ্গে, গাহিছে গঙ্গে,
নাচিছে সঙ্গে জগত মিলয়ে
জগপতি দাঁড়ায়ে।

পুষ্প অঞ্জলি নিকুঞ্জ ভরিয়ে
ফুটিছে থরে থরে মহেশ প্রসাদয়ে
বিপিন গন্ধে, বিনোদ ছন্দে
পশুগণ বন্দে নিরাভয়ে
পশুপতি দাঁড়ায়ে।

পাগলা ভোলা বিরাগ বিহ্বলে
সকল চরাচরে বিহরে তপোবনে
আসে মধুমাসে পূর্ণিমা হাসে
জগত ভাসে জীবন জুড়ায়ে
জীবপতি দাঁড়ায়ে।

(২৩)

জানি হে নাথ সকলি তুমি
আমার জীবনে সয়েছ
দুখ জ্বালা ভয়, বিপদ সংশয়,
সকলি তুমি বয়েছ।

দুখের দিনে করনি শাসন
অভয় দিয়ে করেছ পালন
অবোধ প্রাণে, শান্তি দানে,
আপনি আড়ালে কেঁদেছ
জীবন সিন্ধু করিয়া মন্থন
দুঃখ সকলি করিলে গ্রহণ
প্রেম-অমৃত আমার বাঞ্ছিত
অযুত ভারে ঢেলেছ।

সংসার খেলা করনি বারণ
রেখেছ ছড়ায়ে সকল কারণ
বুঝেও বুঝিনা এ হেন দহন
অন্ধ মোহে দহিছে
সে আগুন চিতা জ্বলিল ঘরে
সতীরে বুকে মহেশ ধরে
আকাশের টানে অবিনাশী প্রাণে
দ্যু লোক ভূলোকে বহিছ।

(২৪)

প্রভু জগত জুড়িয়ে, রেখেছ ছড়ায়ে
তোমার অসীম বাসনা
যদি খুলে আঁখি, কভু চেয়ে দেখি
প্রাণে জাগে তব কামনা।

সবাই গাহিছে গান, পশুপাখী সব করে কলরব
সমীরণ করে কলতান
মোরা ভয়ে মরি, সতত শিহরি
কানে পশে সেই মূর্চ্ছনা।

বিশ্ব জুড়িয়া ভালবাসা, নদী গিরি পথ প্রতি জনপদ
নিয়ত করিছে তোমারি আশা
মোরা শুধু ভাবি, কিসে ভুলে থাকি
কিসে যায় সব ভাবনা।

তোমারি চাওয়া এ প্রাণ, তা না হলে আর চারিদিকে তার
ছড়ায়ে রাখিবে কিসের টান
তুমি জোর করে, রাখ হাতে ধরে
আমাদের নাই সাধনা॥

(২৫)
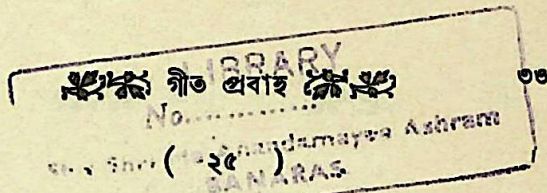
আমি তোমারি লাগিয়া যুগ যুগ ধরি
এসেছি পূজা সাজায়ে
রচেছি আসন, সারাটি জীবন
লভিতে তোমারে আলয়ে।

আমি তোমারি আশে ছাড়িনু গৃহ
নিজ ভূমি ওগো ভুলিয়া
আঁধার বনে একেলা চলিনু
তোমার মুখ স্মরিয়া।
কত জনার কাছে, ফিরাইনু মুখ লাজে
কতজনে ওগো দিয়েছি বেদনা
তোমারি ব্যথা হৃদয়ে কুড়ায়ে।

আমি তোমারি মাঝে মিশায়েছি কত
প্রিয়জন স্মৃতি অতীত হলে
আমি ভাসায়েছি কত অধ্রুব বাসনা
তোমার ইচ্ছা সলীলে।
কতদিন ভুলে, কাটাইনু কুতূহলে
ভেঙ্গেছি, গড়েছি, আপনা ভুলেছি
তোমারে চেয়েছি হৃদয় নিলয়ে॥

(২৬)

আজ ও আছি বসে, তোমারি উদ্দেশে
পথ যে আমার নাইক জানা
নয়নের জলে বাঁধিনু যে ঘর
সেথায় তোমারে হয়নিক আনা।

সাহিত্য কলা শিল্প কাজে
তোমারে ভুলিতে বড় ব্যথা বাজে
পরবী বেহাগ ভৈরবের রাগ
কিছুতে পাইনা সান্ত্বনা।

কোন্ সুদূরের সাগর তীরে
কোন্ তটিনীর কল্লোলিনী নীরে,
কোন্ গৃহ মাঝে বিজন মন্দিরে
মহিমা তোমার যায় যে শোনা।

মানবের বুকে দিয়েছ যে আশা
ফুটায়ে তুলেছ যত ভালবাসা
কোন্ স্বরগেতে সে সবের বাসা
সেথায় যাইতে আছে কি মানা।

(২৭)

সাগরের পারে টানিছে আমারে
কে জানে তাহার কেমন সাধ।
নাহিক শকতি, কে শোনে মিনতি
জানাব কাহারে মোর প্রতিবাদ ?

লহরের পর উঠিছে লহর
আকাশ গ্রাসিতে নাহি করে ডর
বিপদ সঙ্কুল এ মহাসাগর
ঝড়ের মতই আসে অবসাদ।

সামান্য তরণী ছোট এই ভেলা
তার প্রতি কেন এত অবহেলা
এ ভাঙ্গা তরণী, ডুবিবে এখুনি
তবু ত ডোবে না আশার চাঁদ।

বল কাণ্ডারী বল গো আমারে
কেমনে চালাবে, তুমি যবে দূরে
চলিবে তরণী, আপনা আপনি
কেন দিলে তারে হেন পরমাদ।
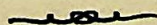
(২৮)

প্রভু মোরে মনে রেখো,
যদি দূরে যাই চলে,
তবু ফিরে ডেকো।

তোমার মন্দির হতে
যেতে যে হবে গো পথে,
সংসার ধূলার দেশে
তবু মোরে দেখো
প্রভু মনে রেখো।

যদি কভু ছাড়ি আশা
খুঁজে নাহি মিলে দিশা
তোমার অভয় নাম
মোর প্রাণে লিখো
তবু মনে রেখো।

তোমার প্রীতির কূলে
যদি থাকি তোমা ভুলে
সুখেতে কাঁদায়ে মোরে
দুখ লাগি ডেকো॥

(২৯)

সুন্দর নাম সঙ্গীত

দুর্গম পথে, আঁধার রাতে
আমার সাথে রহে সে
আমার দুঃখে কাঁদে অলক্ষে
আমারে রক্ষা করে সে।

পর্ব্বত গুহা নদী বন চর
যেখানে রহি তাহারি ঘর
নয়নে নয়নে রাখে সে
আমার মন যে গো তাহারে চাহে
বল, বল, বল সুন্দর নাম সে প্রভুর ও।

সৃষ্টির মাঝে, অপরূপ সাজে
আমার প্রভু রাজে যে
সে স্বর মাধুরী উঠে অনুকারী
ত্রিলোক ভরিয়া বাজে যে।

সে চারু হস্ত করিছে অঙ্কিত
লতা ফুল ফল করিছে শোভিত
নিরখি নিরখি তাহে যে
আমার মন যে গো তাহারে চাহে
বল, বল, বল সুন্দর নাম প্রভুর ও।

সবার প্রীতি, সবার গীতি
প্রভুর নামে উঠে হে
সে সুখ সরোবরে জড় জীব বিহরে
তারি প্রসাদ লুঠে হে।

দুঃখের দুঃখী তারেও সে জানে
আপন কাছে অবিরত টানে
আপন বুকে বহে হে
আমার মন যে গো তাহারে চাহে
বল, বল, বল সুন্দর নাম সে প্রভুর ও॥

(৩০)

জানি হে তুমি বাস ভালো
তাই ত আমার নাহিক ডর ও
ধরা ও যদি যাইবে ছাড়ি,
তুমি ত আমার হবে না পর ও।

জানি হে তুমি নিকটে আছ
হৃদয় বীণায় মধুর বাজো
যে সুরে গাহি তোমারে চাহি
তুমিও নিজে সে সুর ধরো।

জানি হে তুমি থাকিয়া কাছে
মাগিছ মালা সকাল সাঁজে
হয়না গাঁথা, মনের কথা
তবু তো নিজে তুলিয়া পরো।

যদি বা আমার অর্ঘ টুটে
ভকতি পুষ্প নাহি বা জুটে
তবুও জানি, রাখিবে টানি
আমার বুকে বাঁধিবে ঘর ও॥

(৩১)

আমায় একটু কেবল গানের হাওয়া
পাঠিয়ে দিও সকাল সাঁঝে
মিলিয়ে নেব প্রাণের সুরে
নিখিল ধরায় যে সুর বাজে।

যে সুর হেথায় নেমে আসে
অরুণ আলোয় ফুলের বাসে
অবাক্ মাটির চপল হাওয়ায়
লুটিয়ে পড়া আর কি সাজে ?

সন্ধ্যা বেলায় তারায় তারায়
সিঁথির সিঁদুর পথ হারায়
দিশেহারা "বিশ্বদেবা"
খুঁজিয়া লয় আপন কাজে।

বাজবে আমার গানের বীণা
তোমার প্রেমে হয়ে লীনা
বিশ্ব সুরে থাকব মগন
আনন্দের স্বপন মাঝে॥

(৩২)

যত দিন যায়, তত মনে আসে
তুমি আর আমি এসেছি।
ভাঙ্গা হৃদয়ের সব সুর দিয়ে
তোমারেই ভালবেসেছি।

বুকের মাঝারে ঢেলেছ যে সুধা
যত দিতে যাই, বেড়ে উঠে ক্ষুধা
অঞ্জলি ভরি চাহিতেছি নাথ
পাব বলে ছুটে এসেছি।

আমার মনেতে ফুটালে যে ফুল
মরুভূমি মাঝে সরস মুকুল
কি কাজে লাগাবে, তুমি জান নাথ
তব সঞ্চয়ে হেসেছি।

তুমি চলে গেলে, আমি যাব কোথা ?
আমি না থাকিলে, তুমি থেকো হেথা
আমার জীবন, ছদিনের নাথ
তোমা মাঝে তাই মিশেছি॥

(৬৩)

জানি না বলিয়া সরম লাগে
প্রকাশিতে তোমা লোকের কাছে
কে আছে আপন, তোমার মতন
তবু ত চিনেছি প্রাণের মাঝে।

চিনি আমি তব মধুর স্বর
ডাক দিয়ে আস, আলো করি ঘর
হৃদি মন্দিরে হরষের ডালা
থরে থরে ভরে সকাল সাঁজে।

সবার সঙ্গে তুমি আছ বলে
ভালবেসে থাকা তব সাথে চলে
না হলে কি হোত, বলিতে পারি না
আমার জীবনে হোত কি কাজ।

কতটুকু জ্ঞান, কত ক্ষীণ দেহ
কেন মিছে বহি, এত সন্দেহ
নাহি বা জানি, রয়েছ তুমি
লীলার ছলে কেন লোক লাজ?

(৩৪)
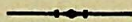
খৃষ্ট সঙ্গীত

একেলা আঁধারে, জীবনের পথে, বাড়িবে যখন শতেক জ্বালা
তোমারেই প্রভু স্মরিব তখন, মাথায় লইয়া ভকতি ডালা
নামিয়া আসিও ক্রুশের পরেতে, গেঁথে নিও মোর প্রেমের ফুল
জীবন মরণ তুচ্ছ জানিব, তোমার স্নেহেতে হবেনা ভুল।

দেবতা আমার, শুনো গো মিনতি তোমারেই করি প্রণিপাত
ক্ষমিও আমার সব অপরাধ বরিষ আশীষ দিবস রাত।

সংসার যদি ঘিরি লয় মোরে, ভুলে যাই মোর স্বরগের গেহ
স্বার্থের জালে বাঁধা পড়ে যাই মরম বেদনা বুঝেনা কেহ।
সন্ন্যাসী গুরু বহিয়া আসিও বৈরাগ্যের কাঁথা দিও গো বক্ষে।
বিরহীর বেশে পাইব রক্ষা জগৎ হেরিব নূতন চক্ষে।

দেবতা আমার শুনো গো মিনতি তোমারেই করি প্রণিপাত
ক্ষমিও আমার সব অপরাধ বরিষ আশীষ দিবস রাত।

কে বলে যিশু ইহুদীর দেশে, তাদের লাগিয়া আনিল মন্ত্র
প্রেমের বিধান, ত্যাগের সোপান, নহে কি সকল জাতির তন্ত্র।
ঈশ্বরে প্রেম বিলাইয়া দিয়া সকল মানবে করিল ভাই
জগৎ জুড়িয়া, যীশুর মহিমা সকল ভকত গাইল তাই।

দেবতা আমার শুনো গো মিনতি তোমারেই করি প্রণিপাত
ক্ষমিও আমার সব অপরাধ বরিষ আশীষ দিবস রাত।

ইহলোকে যদি নাহি পাই দেখা খেয়াঘাটে মোরে করিও পার
কিসের ভাবনা সহায়হীনের তোমার নামটি ভরসা যার
ও পারে মিলিব তাদের সঙ্গে তোমায় আমায় বাসে যে ভালো
জগতে আসিবে নূতন স্বর্গ স্বর্গে পশিবে জগতের আলো।

দেবতা আমার শুনো গো মিনতি তোমারেই করি প্রণিপাত
ক্ষমিও আমার সব অপরাধ বরিষ আশীষ দিবস রাত॥

(৩৫)

দুখের দিনে এসে প্রভু
দুখ মোরে দিও হে
সুখের দিনে এস প্রভু
সুখ মম নিও হে।

আসবে যবে ঝড় ও রাতি
তুমি হোয়ো মম সাথী
আমি রব আঁচল পাতি
তোমারি আশে হে।

যবে শান্ত মৌন রাতে
ভ্রমিবে বীনা হাতে।
আমারে রেখো সাথে -
. তোমারি পাশে হে।

(৩৬)

চলেছি পথে, জানি না কোথা
সুন্দর সাথে মিলিব হায়।
পথের রেখা, যায় নাক দেখা
সুনীল গগন পারে ধায়।

মনে পড়ে ভোর বেলা
নাম ধরে ডেকে তোলা
ঘুম ঘোরে, কান পেতে
ছুটেছি ত্বরায়।
নয়ন মেলিয়া দেখি
অপরূপ তব আঁখি
অরূপ সে রূপ মাঝে
আপনা হারায়।

শুধায় পথিক জন
"কারে দিলে প্রাণ মন
কে তব প্রিয়তম
নিখিল ধরায়"?
দিনের শেষ হলে
মোরে কি দিবেনা বলে?
দাঁড়াব কাহার আশে
কোন্ অমরায়!

(৩৭)

আর কিছু আমি চাহিনা জীবনে
শুধু তোমার সঙ্গে নিও।
জীবন সঙ্গী জীবনে আমার
দরশ পরশে বিবস দিও।

অন্ত হইলে চাহিবার ডালা
শান্ত হইবে শান্তির বেলা
শ্রবণ বিঘ্ন বিরাম লভিলে
ছায়াতপে রাখিও।

অন্তর তব অন্তরতম
তুমি যে ভরসা চিরদিন মম
ইন্দ্রের বাজ চকিতে নামিলে
অন্তর কোনে রহিও ॥

(৩৮)

তুমি সর্ব্বস্ব আমার
যুগে যুগে কালে কালে আসিতেছ অনিবার।

পালিতেছ মোরে জনম হইতে
সকল অভাব মিটালে এ চিতে
মনে হয় ছিলে, তুমি সর্ব্ব আগে
মরণের পরে থাকিবে আবার।

জ্ঞানরূপে তুমি দিলে মোরে দেখা
সন্দেহ সাথে তুলিলাম সখা
আবার জেনেছি তুমি মোর সব
জ্ঞানে অজ্ঞানে জীবনের সার।

তুমি মুক্তি দাতা, তুমি হে আনন্দ
তুমি প্রেম দাও, আমি যবে অন্ধ
দেখি না কিছুই, বুঝি না কিছুই
তুমি আছ তাই বাঁচে যে সংসার।

এত দয়া মোরে কে করিবে প্রভু
কে রাখিবে সাথে ভুলিবে না কভু
তোমারই শরণ চাহিতেছি নাথ
কোন সন্তাপে ছেড়ো না আর॥

(৩৯)

এ বিশ্ব জগতে, যেখানে যে আছে
তুমিই দিয়েছ সবার নাম
সৃষ্টির স্তরে, যত নাম ধ'রে
নামের চয়নে হও নাই বাম।

সে নামেতে মোরা চিনেছি সবাই
অণু পরমাণু আছে যত ঠাঁই
দ্যুলোক ভূলোকে নাম দেছে ধরা
নামেতে বেড়েছে মনের ধাম।

ভালবেসে মোরা যাকে যা ভেবেছি
নামটি বুকেতে লিখিয়া রেখেছি
অমৃতের স্বাদ, এনেছ সেখানে
নইলে কি কভু মিছে ডাকিতাম।

মনে হয় তাই নামেতেই একা
বাঁধিব তোমায়, লভিবারে দেখা
নাম গাহিবার, কেন দিলে ভার
যদি না পূরাবে অশেষ কাম॥

(৪০)

আয় রে আয় গৌর নিতাই
আমার বুকে নেচে আয়
তোদের গানে ভাসিয়ে নে যা
ধরি তোদের পায়।

তোরাই দুজন প্রেমের শিশু
সংসারেতে থাকবি শুধু
কাটল যাদের মায়ার বাঁধন
তারাই তোদের চায়।

নাইক যাদের সাঙ্গ পাঙ্গ
তোরাই তাদের অন্তরঙ্গ
বুকের কথা তোরাই বুঝিস
বলা নাহি যায়।

পাইরে যদি তোদের বুকে
হরি নামে থাকব সুখে
শুনব কানে "হরি বোল"
তাইত মনে গায়॥

(৪১)

"এস পুনরায় নব নদীয়ায়"

বাংলার ঘরে এসেছিলে তুমি
বাঙ্গালীর প্রাণ করিলে জয়।
জগৎ জানে না, নাইবা জানিল
জগৎ আজিও আঁধারময়।
এসে গো নিমাই কীর্ত্তন গানে
মাতাইয়া তোল তোমার দেশ।
যাতনায় ভরা বাঙ্গালীর বুক
অযতনে তার বেড়েছে ক্লেশ।
এস পুনরায় নব নদীয়ায়
লীলার এখনও হয়নি শেষ।

বাঙলা মায়ের নয়ন দুটিতে
বহিছে আজিও কাতর ধারা
কেহ নাহি তার তেমন আপন
গিয়াছে ছাড়িয়া ছিল গো যারা
তোমার হাসিতে ফুটিবে আবার
নূতন প্রভাত নব আলোক।
কাঁদিয়া বাঁচিবে এ মরা দেশের
নর নারী আর যতেক লোক।
এস পুনরায় নব নদীয়ায়
জননীর আশা সার্থক হোক।

তোমার সঙ্গে আসিবে আমার
কৃষ্ণ নামের ভকত দল
জ্ঞান ও কর্ম্মে রাখিয়া সাম্য
বাড়াবে আবার প্রেমের বল।
এ জাতি আবার মানুষ হইবে
ভারতের বাণী করি প্রচার
নিখিল জগৎ আসিবে এবার
বাংলার ঘরে খুলিবে দ্বার
এস পুনরায়, নব নদীয়ায়
মিলন মন্ত্র করিয়া সার॥

তোমার সঙ্গে রাখিও আমায়
কৃষ্ণ দাসেরে, ভুলো না ভাই
প্রেমের সাগরে লেগেছে তুফান
জগতের কিছু নাইক চাই
কৃষ্ণ সেবায় অর্পিব মন,
মরমে লুকান ছিল যে আশা
সার্থক হবে ধুলার জীবন
সার্থক মোর বাংলায় আসা
এস পুনরায় নব নদীয়ায়
মিটাও প্রাণের আকুল তিয়াশা।

(৪২)

কে শুনাইল মধুর মুরলী
 পরাণ পাগল করিয়া দেয়
বাতাসে ছুটিছে হংষের কণা
 মুগ্ধ মাধুরী নীলিমায়।

দেখি, মনের উপরে নীরবের ছায়া
 বাড়াইয়া তোলে, জগতের মায়া
সে মেঘ বর্ষণে প্রেম ইন্দ্রধনু
 চরণে টুটিতে ছুটিয়া যায়।

তবু, পুষ্পের বুকে মধুপের মত
 ঘুরিয়া বেড়ায়, নিতি অবিরত
মানেনা শাসন, মানেনা বারণ
 মর্ম্মের মধু কাড়িয়া লয়।

হয়ে সুন্দর কায়া কমলের সম
 হৃদয় সরসে ভাসে অনুপম
ঢেকে যায় যত পঙ্কিল কালিমা
 সে চারু চিত্র চরিত শোভায়॥

(৪৩)

শ্রীরাধার মধুর প্রেম, নিকষ উজ্জল হেম
জগতে অতুলণীয় হ'র গো
ক্ষণিক ধরিলে বুকে, পাশরিব সব দুঃখে
ঘুচিবে জন্মের জ্বালা মরণের ভার গো।

লভিলে কত না সম্পদ, ধরিলে কেবলই বিপদ
এখনও ছাড়ো সে পথ, অতি বিষধর গো
নিজেও পতিত হবে, ত্রিতাপ বাড়াবে ভবে
তোমা লাগি দুখী হবে শ্রীহরির অন্তর গো।

দাস হয়ে থাকা যেত, যদি না সখা হোত
মমতা বাড়ালে ধরি শিশু কলেবর গো।
নানা ভাবে থেকে কাছে, প্রেম ভিক্ষা সদা যাচে
আমার নহে ত' কভু তবু নহে পর গো।

শ্রীরাধা জানে সে কেমন, জানিতে সরে না মন
নিবেদিতে চাহি শুধু হৃদয় নির্ঝর গো
দে'য় যদি প্রেম ভাষা, জানাব পুলক তৃষা
রাধিকার প্রেম খানি জগতের নির্ভর গো।

(৪৪)

বুক জোড়া এই খোলা মাঠে বসিবে এসো
নাইক হেথায় দুখের বালাই, নাইক কোন ক্লেশ

শুধাবে না কোন কথা
নাইক আমার কোনই ব্যথা
সৃষ্টি ছাড়া আনন্দেতে, ভরেছে এই দেশ

জানি আমার চির হরষ
তোমার আসার পূর্ণ কলস
তাইত আমি নেচে বেড়াই, গানের ও হয় শেষ

সুরের বোঝা নামিয়ে দিয়ে
বসব এবার তোমায় নিয়ে
চিন্তাহরণ আসবে যখন চিন্তার ও নাই লেশ।

(৪৫)

রাধিকা চরণে রাখিয়া মাথা
তেয়াগিব কূল ধরমে
একটুও যদি পাই নিরবধি
কৃষ্ণের প্রেম মরমে।

আমি চাহিনা, কিছুই চাহিনা, আর চাহিনা
পলে পলে শুধু লুটিব সে মধু, লব কৃষ্ণ নামের ভজনা
মাগিয়া লব সে নামটি, বুকেতে জপিব,
তেয়াগি সরম করমে

আমি ভুলিব না, কভু ভুলিবনা, আর ভুলিব না
জীবন যৌবন, এ হৃদয় মন, কৃষ্ণকে দিলে ফিরিবে না
সে দিকেতে আমি রাখিব দিঠি, শুধু সে দিকে
লভিব কৃষ্ণে মরমে।

আমি জানিনা, কিছুই জানিনা, আর জানি না
প্রেম ছাড়া আর, মিছে এ সংসার
মিছে ধরমের সাধনা
রাধিকার কাছে সে মন্ত্রটি আছে, রাধিকার
তারেও না ছাড়ি ভরমে ॥

(৪৬)

যদি আশা না পুরাবে, তবে কেন দিলে জ্বালা
যদি কোটি আঁখি মিলে, তবে দেখি রূপ আলা।

তব গীত যবে গাহি, শত কণ্ঠ আমি চাহি
মম হৃদয় জুড়ে গাবে, আছে যত গোপবালা।

যদি ব্যথা ভরা গানে, তব প্রেম নাহি আনে
তবে নিয়ে চল বৃন্দাবনে, গাঁথি ফুলমালা।

যদি যেতে হবে দূরে, মম পথ মরে ঘুরে
তবে বাজাও বেণু সুরে, মম প্রাণে থাকি কালা॥

(৪৭)
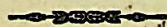
মুরলীর ধ্বনি থামায়োনা শ্যাম
চরণে মিনতি করি গো
কম্পিত পদে চলি কোন মতে
কিসের সহায় ধরি গো।

যমুনার তটে কেন এসেছিনু
চেনা অচেনা কেন খোয়াইনু
বেলা ফুরাইল, দুকূল গেল
একেলা বিপথে মরি গো।

প্রেম বৃন্দাবনে ফুটিয়াছে ফুল
পরান বিকল, সুবাসে আকুল
কে জানে কি হোল, হয় যদি ভুল
হৃদয় কেমনে ধরি গো।

অভাগী কপালে যদি তাই ঘটে
জুড়াব সে জ্বালা, যমুনা নিকটে
মরিব এবার, বাঁচিব আবার
নইলে শুধু কি ডরি গো।

যুগ যুগ ধরি গোপিনীর দল
পূজিবে তোমার চরণ কমল
আমিও ফিরিব জনম জনম
যদি বা এখানে মরি গো॥

(৪৮)

উপবাসী আমি জনম জনম
পরাণ পিয়াসা মিটিল না
রাধিকার নাথ, রাধিকার থাক্
মোর নয়নের জল শুখাল না।

হৃদয়ের ভার করে টলমল
জানাতে চাহি, জানায়ে কি ফল ?
প্রেমের সিন্ধু দয়ার বিন্দু
এক ফোঁটাও তো মিলিল না।

নিজের লাগিয়া চাহিলাম বলে
শ্যামের পরাণ কভু নাহি টলে
ঢালো প্রেম সুধা রাধিকার গলে
আমার বাঁধন টুটিল না।

যাইব এবার শ্রী রাধার কাছে
শুনাব দুকথা অভিমান লাজে
জানাব তাহার করুণা ব্যতীত
কৃষ্ণের পূজা জমিল না।

(৪৯)

শ্রীরাধার প্রেম ব্যতীত জগতে
আর কিছু নাহি চাহিও ভাই
কৃষ্ণেরে পাবে নিশিদিন ধরে
রাধিকার পায়ে লভিলে ঠাঁই।

দূরে যাক সব লোভ মোহ আশা
এ ধনেতে নাহি, মিলে ভালবাসা
কৃষ্ণের দেশে, ভ্রমিতে হইলে
জগতের কিছু ছুঁইতে নাই।

রূপের মাঝারে যেও নাক ভুলে
ডুবিয়া মরিবে ভীষণ অনলে
রুদ্ধ করিও সকল কপাট
কৃষ্ণরে ব্যথা দিও না ভাই।

রাধা কৃষ্ণের যুগল মূরতি
আঁধারের বুকে জ্বলিছে পিরীতি
রাধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রাধে
ছুটিতেছে তান যুগলে তাই।

অর্পিয়া দেহ তনু মন প্রাণ
রাধিকার পায়ে সব সন্মান
পূর্ণাঞ্জলি লভিলে প্রসাদ
কৃষ্ণ মিলনে ছুটিয়া যাই॥

(৫০)

কি ফুল নিয়ে তাহার পূজায়
যাস রে তোরা
আমার সমস্ত মন লুটিয়ে দিয়ে
পাই নে সাড়া।

কোন নদীটির খেয়া ঘাটে
আনন্দেতে দিবস কাটে
আমি চোখের জলে অন্ধ হলাম
জীবন আমার হয় যে কারা।

কোন বিটপীর নিবিড় ছায়ায়
পরাস্ মালা তাহার গলায়
তোদের হাসি মুখেই বল্ না কেন
আমার সে যে কেমন ধারা।

পথের কাঙাল পথেই বসে
আশায় আশায় রইনু শেষে
তোদের মুখের বন্দনা শুনি
আমার পরাণ পাগল পারা॥

(৫১)

আমার এই গান মাগো
হবে কি মনোমত ?
কত যে অশ্রু দিয়ে
গাহিনু অবিরত

শূন্য প্রাণে দিবস গুণে
কাটানু কাল গৃহের কোণে
প্রাণের জ্বালা মুঞ্জরিয়া
গানের সুরে ফুটল শত
বেলা যায় সরে সরে
ব্যথা মোর গেল না ত।

কতই ভাল লাগল ধরা
আমার মায়ের কোলে বিশ্ব ভরা
তবু পলে পলে, কথার ছলে
ব্যথা যে দিনু কত
এবার গানের বোঝা ফিরিয়ে নে মা
আর যে আমি পারি না ত ॥

(৫২)

কে বলে ফুরাল কথা ?
আসবে কত নূতন হরষ
সাথে লয়ে ব্যথা।

নূতন দিনে নূতন করে
পাব আবার হৃদয় ভরে
ঘুচবে আঁধার পরশে তার
আসবে নবীনতা।

ফুরায় যদি পূজার ফুল
ফুটবে না কি নূতন মুকুল
এখানেতে চলবে সেবা
বিশ্বনাথের সদা।

শুখায় যদি জীবন ধারা
আকাশ জুড়ে পড়বে সাড়া
প্রসাদের বর্ষণেতে
বাড়বে সরসতা।

আমার কথা ফুরায় যদি
দেবতার আর থাকিবে বা কি ?
আমার প্রাণে জাগেন তিনি
ঘুচিয়ে নীরবতা॥

(৫৩)

আমার এই কটা দিন
আমি ভালবাসব গো।
আমার দিন ফুরালে আঁধার হলে
আর তো নাহি আসব গো।

ফুটবে আমার যে কটা ফুল
পুলক ভরে জীবন নীপে
পূজব তোমায় মাটির দীপে
নয়ন জলে গো।
সেই আলোতেই জীবন ব্রতে
নিত্য আমি ভাসব গো।

আসবে যখন মরণ জোয়ার
খেলা ঘরের পূজা আমার
থাকবে কোথায় ? ছিন্ন হবে
হৃদয় শতদল গো।
তোমার সেবায় তৃপ্ত হয়ে
যাবার বেলা হাসব গো।